সংবাদ

আমলাতান্ত্রিক জটিলতায়

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নীতিমালা

রাকিব উদ্দিন

আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে আছে 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নীতিমালা' প্রণয়ন। নীতিমালা না থাকায় ফ্রি স্টাইলে চলছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলাদের গাফিলতি ও উদাসীনতার কারণে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না শিক্ষা বোর্ডগুলো। প্রায় দুই বছর আগে শিক্ষা বোর্ডগুলো অবৈধভাবে পরিচালিত হওয়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল এসব স্কুলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা।

জানা গেছে, দেশে পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের জন্য একটি পৃথক নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে গত বছর উচ্চ আদালত নির্দেশনা দিয়েছিল। সে অনুযায়ী ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের জন্য একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমাও দিয়েছিল। এরপরও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তারা এ নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি। উল্টো এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি প্রতিবেদন তৈরিতেই তিন মাস সময় ক্ষেপণ করে। ফলে এই সরকারের মেয়াদে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের জন্য পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক শাহেদুল কবীর চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের জন্য একটি নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করে প্রায় তিন মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছি আমরা।' তিনি বলেন, 'নীতিমালা না থাকায় এ জাতীয় স্কুলকে আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছি না।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক) এএস মাহমুদকে আহ্বায়ক করে কয়েকটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অধ্যক্ষদের দিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ও কমিটি সম্প্রতি প্রতিবেদন দিয়েছে। এখন পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

প্রসঙ্গত, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অর্ডিনারি (ও) লেভেল এবং অ্যাডভান্সড (এ) লেভেল উভয় স্তরের পাঠক্রমে 'বাংলা' ও 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন দুটি বিষয় বাধ্যতামূলক করে ও-লেভেল উত্তীর্ণকে এসএসসি এবং

স্কুলের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

স্কুলের : নীতিমালা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ-লেভেল উত্তীর্ণকে এইচএসসির সমমান হিসেবে বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি সব স্কুলকেই দেশের সব জাতীয় দিবস যথাযথভাবে উদযাপন এবং সব ধরনের অপসংস্কৃতি চর্চা পরিহারের কথা বলা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, 'রেজিস্ট্রেশন অব প্রাইভেট স্কুলস অর্ডিনান্স-১৯৬২'র অধীনে ২০০৭ সাল থেকে একটি নীতিমালায় বেসরকারি (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয়ের সাময়িক নিবন্ধন প্রদান শুরু হয়। কিন্তু অধিকাংশ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলই নিবন্ধন করেনি। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে প্রথমে সাময়িক অনুমোদন দেয়া হয় দু'বছরের জন্য। এরপর প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও মান যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনানুসারে আরও দু'বছর কিংবা পাঁচ বছরের জন্য সাময়িক নিবন্ধন দেয়া হয়। স্থায়ীভাবে এসব প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন দেয়া হয় না। পাঁচ বছর পরপর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের কার্যক্রমের ওপর তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের নিয়ম রয়েছে। তবে ভাড়া বাড়িতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠার সুযোগ না থাকলেও অধিকাংশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলই ভাড়া বাড়িতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, বর্তমানে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সাময়িক নিবন্ধনপ্রাপ্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে ৮০টি। তবে ২০১১ সালে সরকারের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, সারাদেশে তিন ক্যাটাগরিতে ১৫৯টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ও লেভেল ৬৪টি এবং এ লেভেল স্কুল ৫৪টি এবং জুনিয়র লেভেলের আন্তর্জাতিক মানের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে ৪১টি। এসব প্রতিষ্ঠান বিদেশি সিলেবাস অনুসরণ করছে। তবে নিবন্ধনহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের তালিকা ও তথ্য-উপাত্ত শিক্ষা বোর্ডের কাছে নেই। দু'একটি ছাড়া সাময়িক নিবন্ধনপ্রাপ্ত বাকি সবকটি স্কুলই সাময়িক অনুমোদনের শর্ত যথাযথভাবে মানছে না। উন্নত শিক্ষা বিস্তারের নামে এসব প্রতিষ্ঠান বেপরোয়া শিক্ষা বাণিজ্যে লিপ্ত। শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি সম্পর্কে কোন নীতিমালা না থাকায় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো ইচ্ছেমতো টিউশন ফি আদায় করছে। শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করছে।

ইচ্ছেমতো ফি আদায়: রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবারই ইচ্ছেমতো ফি আদায়ের অভিযোগ উঠে। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসন বরাবরই নির্বিকার থাকে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্কলাস্টিকা স্কুলের প্লে গ্রুপে ভর্তি ফি নেয়া হয় দেড় লাখ টাকা এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রতি মাসে বেতন আদায় করা হয় দশ হাজার ৭০০ থেকে ১১ হাজার টাকা পর্যন্ত।

ধানমন্ডির ২৭ নম্বরে অবস্থিত অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে প্লে গ্রুপে ভর্তি ফি নেয়া হয় ৬০ হাজার টাকা এবং প্রতি তিন মাসে বেতন নেয়া হয় ২৫ হাজার টাকা, মোহাম্মদপুর আসাদ গেইট এলাকার গ্রিন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে প্লে গ্রুপে ভর্তি ফি নেয়া হয় ৫০ হাজার টাকা এবং মাসিক বেতন নেয়া হয় প্রায় সাড়ে ৩ হাজার টাকা।

উত্তরা মডেল টাউনের ৯ নম্বর সড়কের আগা খান স্কুলে কেজি ওয়ানে ভর্তি ফি নেয়া হয় এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকা এবং মাসিক বেতন ১০ হাজার টাকা, বারিধারার আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে প্লে গ্রুপে ভর্তি ফি নেয়া হয় ২১ লাখ ৮৮ হাজার টাকা এবং প্রতি ছয় মাসে সেশন ফি দিতে হয় ১৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা।

ধানমন্ডির সানিডেল স্কুলে প্লে গ্রুপে ভর্তি ফি নেয়া হয় ৬০ হাজার টাকা এবং মাসিক বেতন নেয়া হয় ৩ হাজার টাকা। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণেরও অভিযোগ আছে।

এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব ঢাকা (আইএসডি), হার্ডকো ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ইন্টারন্যাশনাল তুর্কিশ হোপ স্কুল, মাস্টার মাইন্ড, মেপল লিফ, হিড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল, আরব মিশন পাবলিক স্কুলসহ ঢাকার প্রায় সবকটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলেই ইচ্ছেমতো ফি আদায়ের অভিযোগ আছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ বলা হয়েছে, ও-লেভেল এবং এ-লেভেল শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন যেহেতু একটি বিদেশি ধারায় হয় সেহেতু 'ও' এবং 'এ' লেভেলকে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হবে। সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। তবে উভয়ক্ষেত্রে সাধারণ ধারার সমপর্যায়ের বাংলা এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ দুটি বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে 'ও' লেভেল উত্তীর্ণকে এসএসসি এবং 'এ' লেভেল উত্তীর্ণকে এইচএসসির সমমান হিসেবে বিবেচনা করা হবে।